ঋতু সংহার।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত

শ্রীমদনগোপাল গোস্বামি

কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায়

অনুবাদিত

কলিকাতা

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন কর্ত্তৃক

প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

সংবৎ ১৯১৬

মূল্য চারি আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

ঋতুসংহার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা মহাকবি কালিদাসপ্রণীত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। তাহাতে যে সকল শ্লোক অশ্লীল ছিল তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করাগিয়াছে। আবশ্যক বোধে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত ও কোন কোন ভাব নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সকৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি যে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদিত গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছেন। তিনি এরূপ পরিশ্রম স্বীকার না করিলে আমি কোন মতেই ইহা প্রচারিত করিতে সাহসী হইতাম না। এক্ষণে যদ্যপি সামাজিক মহোদয়েরা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি এক এক বার পাঠ করেন তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

২৪ এ শ্রাবণ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১২৬৭

শ্রীমদন গোপাল গোস্বামী

ঋতু সংহার।

প্রখর হইল রবি ইষ্ট বিধুকর।
আতপসন্তাপে শুষ্ক হল সরোবর।
দিনান্ত হইল রম্য অনঙ্গ প্রশান্ত।
আইল নিদাঘ কাল স্বভাবদুরন্ত॥
রাত্রি শশধর আর শুষ্ক জলাশয়।
জলপূর্ণজলযন্ত্রযুক্ত গৃহচয়॥
নানাবিধ মণি আর সরস চন্দন।
নিদাঘে হইল সর্ব্বজনের সেবন॥

গ্রীষ্মবর্ণনা।

প্রচণ্ড রবির তাপে তাপিতশরীর।
তৃষাকুল মৃগকুল অন্বেষয়ে নীর॥
কজ্জল সদৃশ তারা আকাশ দেখিয়া।
জল ভ্রমে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে যেতেছে ধাইয়া॥
প্রখর রবির তাপে একে দগ্ধকায়।
পথি স্থিততপ্তরেণুসঙ্গ পেয়ে তায়॥
নতশিরা হয়ে ফণী বক্রগতিবলে।
আত্মরক্ষা হেতু যায় ময়ূরের তলে॥
তৃষিত কেশরিদল বিক্রমবিহীন।
বিবৃত বদন আর দিন দিন ক্ষীণ॥
সৃক্কণি লেহন করে মুখে শ্বাস বয়।
সম্মুখে দেখিয়া গজ শান্ত হয়ে রয়॥
হায় রে নিদাঘ তোর অসাধ্য কি আছে।
সিংহে তুমি শান্তরাখ করিগণকাছে॥
শুষ্কতালু দানবারি ক্ষরে অবিরত।
প্রচণ্ড ভানুর তাপে নিতান্ততাপিত॥
গজকুল জল আশে ভ্রমে বনে বনে।
সমীপস্থ দেখে সিংহে নাহি তায় গণে॥

হুতহুতাশন সম রবির কিরণ।
ময়ূরে করিল ক্লান্ত এরূপ এখন॥
তদীয় কলাপচক্রে সর্প ঢাকে মুখ।
ময়ূর বধিতে তারে তথাপি বিমুখ॥
পাণ্ডু পঙ্কমাত্রশেষ মুস্তাযুততীর।
প্রখর রবির করে পরিশুষ্কনীর॥
সরোবর দন্তদ্বারা বরাহ খুঁড়িছে।
পাতালপ্রবেশে বুঝি মানস করেছে॥
প্রখর ভাস্করকরে দগ্ধকলেবর।
জুড়াতে প্রবেশে ভেক জলের ভিতর॥
স্বল্পজলজলাশয় তপ্তরবিতাপে।
আশ্রিত ভেকের কায় খরতর তাপে॥
জলে স্থলে উভয়ত্র নাপেয়ে নিষ্কৃতি।
ছত্রকল্পফণিফণাতলে করে স্থিতি॥
আহার মুখের কাছে আসিয়া জুটিল।
তথাপি ফণীর মন অটল রহিল॥
জল আশে বহুক্ষণ করিয়া ভ্রমণ।
অবশেষে জলাশয় করে নিরীক্ষণ॥

তৃষিত মাতঙ্গকুল সেই দিকে ধায়।
তাদেখে সারসকুল উঠিয়া পলায়॥
গজকুল জলে পড়ে জুড়াতে জীবন।
নিরুপায় মীনকুল হারায় জীবন॥
মৃণাল উৎখাত হল ভগ্ন হল তীর।
পঙ্কে পরিণত হল অবশিষ্টনীর॥
দুঃসহ আতপতাপে অতিতপ্তকায়।
তৃষাপরিশুষ্কতালু ভুজঙ্গম ধায়॥
বিলোল রসনাদ্বয়ে সেবয়ে পবন।
শিরোমণি দীপ্ত করে রবির কিরণ॥
প্রখর রৌদ্রের তাপে দৃঢ়তপ্ত কায়।
মহিষকদম্ব গিরিগুহায় লুকায়॥
আকুল হইয়া পুনঃ অতিপিপাসায়।
ভূধরগহ্বর ছাড়ি ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়॥
জল অন্বেষণ করে কাননে কাননে।
শ্বাপদ হইতে ভয় নাহিগণে মনে॥
মুখে ভাঙ্গে গোটা লাল রসনা নিঃসৃত।
ফেনাবৃত মুখপুট নিস্বনরহিত॥

সহসা দাবাগ্নি বনে জ্বলিয়া উঠিল।
সহচর সমীরণ আসিয়া জুটিল॥
বৃক্ষ হতে বৃক্ষে অগ্নি লম্ফ দিয়া যায়।
পশুগণ প্রাণভয়ে চারিদিকে ধায়॥
দাহ্যের অভাব নাহি অরণ্যভিতর।
শুষ্ক লতাগুল্মপত্র আছিল বিস্তর॥
ধরাতলে গায় গায় শুষ্ক পত্র ছিল।
বৃক্ষ হতে হুতাশন তাহাতে নামিল॥
এক সীমা হতে অন্যে লাগিল আসিতে।
বায়ুক্ষিপ্ত তৃণরাশি গ্রাসিতে গ্রাসিতে॥
যে স্থল ক্ষণেক আগে তরুময় ছিল।
দেখিতে দেখিতে তাহা মরুময় হল।
বনমধ্যে প্রফুল্ল কুসুম্ভ(১)ফুল দেখে॥
অগ্নিভয়ে পশুগণ ধায় ঊর্দ্ধ্বমুখে।
বনে বনে ফিরে অগ্নি দাহ্য নাহি পায়॥
যথা শুষ্কবংশস্থলী সেই দিকে ধায়।
ফাটিল বংশের গ্রন্থি ছুটিল স্ফুলিঙ্গ॥

---

১ রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

প্রকৃতিভয়ালু ভয়ে পলায় কুরঙ্গ ॥
পর্ব্বতগুহায় বহ্নি পরে প্রবেশিল।
তাহাতে সিংহের দল অমনি ছুটিল ॥
গুহার ভিতরে অগ্নি করে ঘোররব।
অগ্ন্যুৎপাতভয়ে লোক করে কলরব ॥
লোহিতকুসুমযুত শিমুলের বন।
পাইয়া দ্বিগুণ যেন বাড়িল দহন ॥
স্বর্ণদীপ্তি জিনি বহ্নি সর্ব্বত্র প্রসরে।
অনুকূলসমীরণবেগসহকারে ॥
মৃগেন্দ্রগবয়গজ বহ্নিতপ্তকায়।
বৈরছাড়ি একত্রিত হয়ে সবে ধায় ॥
দুঃসহদহনখেদশান্তির আশয়।
শুষ্কনীর নদীতীর করিল আশ্রয় ॥
শীর্ণ মহীরুহে বসি বিহঙ্গ শ্বসিছে।
ক্লান্ত কপিকুল গিরিকুঞ্জে প্রবেশিছে ॥
তৃষিত গবয়দল অন্বেষয়ে বারি।
নিয়ত শরভকুল (২) তুলে কূপবারি ॥

পশু বিশেষ, ইহাদিগের গলা অতিশয় দীর্ঘ।

দিন শেষে বহে বায়ু অতিবলবান।
তরুচয় ভূমিসাৎ নদীতে তুফান ॥
তাহে ভীমরব করে হয় বজ্রপাত।
ভয়পেয়ে জনগণ কর্ণে দেয় হাত॥
বাহির হইতে সবে ছুটে যায় ঘরে।
বালক কান্দিয়া উঠে রমণী শিহরে ॥
পবনের আগে আগে চলে ধূলিচয়।
প্রলয় আগমভাব তাহে মনে হয় ॥
আবার সাগর যেন উঠিয়া ধরায়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি জলেতে ডুবায় ॥
বিভাবরী উপনীত তারকাসহিত।
কামিনী রমণী যেন ভূষণজড়িত ॥
মন্দসমীরণ তায় সুগন্ধ যোগায়।
তমোরাশি বস্ত্র হয়ে তাহারে সাজায় ॥
দূর হতে দেখে শশী ঈষদ হাসিয়া।
বারে বারে উকিমারে আনন্দে গলিয়া ॥
পরেক্রমে ক্রমে তার নিকটে আসিয়া।
করযোগে তমোবস্ত্রে ফেলে খসাইয়া ॥

শশীর সঙ্গমে নিশী পুলকিতকায়।
বারে বারে আঁখিতারা মুদে আর চায়॥
পদ্মযুত হল বারি ছুটিল আমোদ।
কান্তাযুত যুবজন পাইল প্রমোদ॥

ঋতুসংহার।

বর্ষাবর্ণনা।

গ্রীষ্মের সময় পূর্ণ   আসিয়া প্রাবিট্ তূর্ণ
গর্ব্ব করি অধিকার করে নিজদেশ।
জলপূর্ণ জলধর   হল তার গজবর
তড়িত্ পতাকা হল পাইয়া আদেশ॥
জয়ধ্বনিবজ্ররবে   হইল নিরব সবে
বিরহিজনের মনে জুটিল বিকার।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা যারা   হুতাশে মরিল তারা
প্রিয়মুখ স্মৃতিপথে আসে বারে বার॥
আকাশের অপরূপ   হেরিয়া ধূসররূপ
কাহার মানসে ভ্রান্তি উদিত না হয়।
যে হেরিবে সে কহিবে   বুঝি ভস্মরাশী হবে
ধরণীর ধূলিচয়ে কাহারো নিশ্চয়॥

তৃষিতচাতকদল নিরন্তর যাচে জল
জল ভারে লম্বমান জলধরচয়।
সহস্রোত্রহরবর বর্ষে নবজললব
আর মন্দবায়ুবলে মন্দবেগে ধায়॥
বজ্ররববিভূষণ আকাশে সঞ্চরে ঘন
সহসৌদামনীদাম শক্রধনুযুত।
তীক্ষ্ণজলধারাশরে বিয়োগীর প্রাণ হরে
সুখের সাগরে ভাসে অপ্রবাসিচিত॥
বৈদূর্য্যমণির শোভা সাধারণমনোলোভা
তার শোভা হরি তৃণ উত্থিত ধরায়।
উঠিল কন্দলীদল তায় সমাচিততল
শোভে ধরা রত্নচিতা বরাঙ্গনা প্রায়॥
মনোজ্ঞ নীরদস্বন শুনে মত্ত বর্হিগণ
বিস্তরি কলাপচক্র নৃত্য আরম্ভিল।
নিজকণ্ঠসমুদিত কেকারব অবিরত
তালে তালে যন্ত্রসম বাজিতে লাগিল॥
নদী তটতরুচয় উন্মূলিত করে ধায়
সম্মুখে পড়িলে গিরি ভেদিয়া তাহায়।

[illegible]দ্ধপ্রবাহবলে জলধি উদ্দেশে চলে
কার সাধ্য প্রতিকূলে ফিরাতে তাহায় ॥
আবর্ত্তনিচিততল গৈরিকমিশ্রিত জল
মৃদিতসিন্দূররাগ জিত তার রাগে।
মন্দপবনহিল্লোলে উর্ম্মিমালা হেলে দোলে
কামিনী রমণী যেন ধায় অনুরাগে ॥
হরিণী দশনক্ষত নবতৃণাঙ্কুরচিত
নূতনপল্লবযুত মহীরুহময়।
বনভূমী পায় শোভা আহাকিবা মনো লোভা
নানা জাতি পশুকুল রঙ্গে নাচে তায় ॥
শোভায় মোহিত করে শফরীচাঞ্চল্য ধরে
হেন নেত্রসমাগমে শোভিতবদন।
সহজে সভয়চিত মৃগকুলে সমাচিত
গ্রীষ্মতিরোহিত কান্তি পুন পায় বন ॥
রজনীতে মেঘ ডাকে তমসী ভুবন ঢাকে
তবু নহে ব্যভিচার অভিসারহীন।
সৌদামনী করে আলো কুলটা চলেছে ভালো
দৃঢ় অনুরাগ নহে উপায়বিহীন ॥

কোকিল মূকের প্রায় চন্দ্র নাহি শোভা পায়
মণ্ডূকখদ্যোত আসি করে অহঙ্কার।
মহতের গেলে মান নীচ তাই করে ভান
সিংহহীন বনে যথা শৃগালবিহার॥
গভীর ভীষণরবে করিয়া নিরব সবে
জলধর জলধারা বর্ষে নিরন্তর।
পথিকবনিতা যারা আশায় আছিল তারা
এখন বিরহশল্যে অধিককাতর॥
কলেবর ছাড়ে বল সদা ক্ষরে নেত্রজল
প্রিয় বিষয়কবাক্যে নিতান্ত নিরত।
ত্যজে মাল্য অভরণ সতত বিরসমন
হৃৎকমলে প্রিয়মুখ ভাবে অবিরত॥
রাত্রিকালে বৃষ্টিহয় সুখসুপ্তি তায় হয়
দিবসে কাজের হানি দেখিয়া কুপিত।
গৃহস্থ অজ্ঞানময় জলধরে কটু কয়
যেন সেই ইচ্ছামতে বরিষে নিয়ত॥
ধরায় পতিত হয়ে ধূলিতৃণকীট লয়ে
নিম্ন অভিমুখে ধারা দ্রুতবেগে ধায়।

মুখর ভেকের কুল হয় ভয়সমাকুল
সর্পসম বক্রগতি হেরিয়া তাহার ॥
নলিনী আশায় ছিল ভৃঙ্গবর নাহি এল
ময়ূরকলাপচক্রে ভেবে পদ্মবন।
পুনঃপুনঃ পড়ে তায় কিন্তু নাহি মধু পায়
তথাপি ভ্রময়ে ভ্রমে মূঢ় অলিগণ ॥
শুনিয়া মেঘের ধ্বনি অবিরত করে ধ্বনি
কালধর্ম্মে মদমত্ত বনকরিকুল।
মদবারিচিতকায় তার গন্ধে অলি ধায়
বারে বারে শুঁড় নাড়ে হইয়া ব্যাকুল ॥
জল ভারে অবনত নীরদকদম্বচিত
শত শত প্রস্রবণে ব্যাপ্তকলেবর।
শিখিকুল নাচে তায় আহা কিবা শোভা পায়
গৈরিকজড়িতশৃঙ্গ ভূধরনিকর ॥
ফুটিল কদম্ব ফুল জুটে তায় অলিকুল
কণ্টকী কেতকী শোভে কানন ভিতর।
বায়ু তার গন্ধ হরে আর জলকণা ধরে
মন্দ মন্দ বহে তায় স্পর্শে সুখকর ॥

কদম্বকেশরমালা শিরে ধরে যতবালা
ককুভমঞ্জরী (১) শোভা পায় কর্ণমূলে।
অগুরুচন্দন সঙ্গে পরিমল জুটে অঙ্গে
সুবাসিত কেশপাশ পুষ্পপরিমলে॥
নবজলসঙ্গ পেয়ে বনান্ত শীতল হয়ে
প্রফুল্ল কদম্ব চ্ছলে রোমাঞ্চিতকায়।
পবনচলিত শাখী তায় ডাকে নানা পাখী
সেই ছলে যেন নাচে আর গীত গায়॥
গুরুভারাক্রান্ত হয়ে বিন্ধ্যগিরিশৃঙ্গচয়ে
পাতভয়ে আশ্রয় করয়ে জলধর।
সেই উপকার পেয়ে যেন সে সদয় হয়ে
ঢালে জল গ্রীষ্মতপ্ত শৃঙ্গের উপর॥
বহুগুণ রমণীয় রমণীজনের প্রিয়
তরুতৃণলতাদির সাক্ষাৎ জীবন।
জীবের জীবনহেতু সমাগত বর্ষাঋতু
বিরহিণী রমণীর সদা পোড়ে মন॥

---

১ পুষ্পবিশেষ

ঋতুসংহার।

শরদ্বর্ণনা।

ধরা কাশসমাবৃত জল পদ্মবনচিত
আপক্ব কলম ধানে পূর্ণ ক্ষেত্রচয়।
আইল শরৎকাল রম্য অতিশয়॥
ভূমী সাদা কাশফুলে রাত্রি শশিকরজালে
মরালকুমুদযুত সিতসরোবর।
উপবন করে শুক্ল মালতীপ্রকর॥
চপল শফরীগণ লুঠিতেছে ঘন ঘন
রসনাশোভার ভার সেই যেন লয়েছে।
লোল হংসরাজি তায় মুক্তাহার শোভিছে॥
বিশাল পুলিন তায় মাংসল নিতম্ব প্রায়
তটরুহ তরুচয় বাহুসম দুলিছে।
কামিনীরমণীসম নদী ধীরে চলেছে॥
রজতমৃণালসিত নিরম্বু নীরদচিত

মুদিত অঞ্জনশোভা স্থানে স্থানে ধরে।
আকাশ শোভিত হৈল বিহঙ্গনিকরে॥
বন্ধূকপরাগরাগে রঞ্জিতভূমির ভাগে
বিম্বভ্রমে দলে দলে পড়ে শুককুল।
তা হেরে কৃষকদল হইল আকুল॥
বিভিন্নকেদারস্থিত ফলভরে অবনত
কলমে আবৃত পথ অলক্ষিত প্রায়।
মন্দ সমীরণবলে নাচে ক্ষেত্রচয়॥
কৃষক লগুড় লয়ে অতিমাত্র ব্যগ্র হয়ে
ক্ষতিভয়ে ভীতহয়ে তাড়ায় গোপাল।
ব্যাকুল গোকুল তায় ছুটে পালে পাল॥
মন্দপবন হিল্লোলে কোবিদারশাখা দোলে
কোমল সুন্দর তায় নাচে কিসলয়।
তাহার কুসুমগন্ধে লুব্ধ অলি ধায়॥
তারাগণবিভূষিতা চন্দ্রিকাতুকূলযুতা
মেঘাবগুণ্ঠনমুক্তশশাঙ্কবদনা।
অনুদিন পায় বৃদ্ধি রজনী ললনা॥
মন্দ সমীরণবলে ঈষত্তরঙ্গ জলে

হংসরাজি তায় দোলে তায় শোভে নীর।
সারসকাদম্ব (১) কুলে সুশোভিত তীর ॥
পঙ্কজপরাগ পেয়ে অরুণিত তায় হয়ে
অখিল জনের চিত্ত করিয়া হরণ।
অপরূপ রূপ ধরে সরোবরগণ ॥
নয়ন প্রফুল্ল করে যার মনোহর করে
আমোদিত করে যেই অখিল ভুবন।
সেই বিধু দহে আজি বিরহিজীবন ॥
ফলভরে অবনত কুরবকে বন চিত
কুতূহলী হয়ে বায়ু নাচায় তাহায়।
মাতয়ে যুবকচিত্ত তাহার শোভায় ॥
সোন্মাদ মরালকুল কলরব সমাকুল
প্রফুল্ল কমল বনে ভ্রমে অনুক্ষণ।
তাহাতে শোভিত অতি সরোবরগণ ॥
ইন্দ্রধনু জলধরে আর নাহি শোভাকরে
আকাশ বঞ্চিত হৈল সৌদামনী জালে।
বককুলে মেঘ নহে আকুল একালে ॥

---

১ হংস বিশেষ

খদ্যোত অদৃষ্ট হল ভেক রব সম্বরিল
ঘনজাল হৈতে মুক্ত হৈল শশধর।
ময়ূর তুলিয়া মুখ না দেখে অম্বর ॥
কদম্বকুটজকলি আর নাহি পায় অলি
তা সবে ছাড়িয়া শোভা জুটে সপ্তচ্ছদে।
পবন বঞ্চিত হৈল কেতকী আমোদে ॥
শেফালিকাগন্ধ পেয়ে মনোহর তায় হয়ে
কচ্ছস্থিত পক্ষিরবে প্রতিরব করে।
সরস জনের চিত্ত উপবন হরে ॥
প্রভাতে কমল দোলে মৃদুপবনহিল্লোলে
তার সঙ্গে গন্ধবহ অধিক শীতল।
যুবতীকামিনীমন করয়ে চঞ্চল ॥
ধান্যচয়ে আচ্ছাদিত হেন ভূমিখণ্ডযুত
সমাকুল অনাকুল বিহঙ্গ নিকরে।
অটল কাহার মন হেরিয়া প্রান্তরে ॥
ললিত চলনে জয় করে কলহংস চয়
মুখচন্দ্রকান্তি হানি কমল করিল।
নীলোৎপল দল তায় নয়নে বঞ্চিল ॥

ভুরুর বিভ্রম হরে তনুতরঙ্গনিকরে
অঙ্গের বিলাস তায় লতায় আইল।
অবলাশোভার সার বিভক্ত হইল॥
ঘন নিবিড় কুঞ্চিত প্রফুল্ল মালতীযুত
চিকুরনিকরে শোভে যতেক ললনা।
তা হেরে কাহার মন সুস্থির বলনা॥
জল মরকত প্রায় কুমুদ বিকাসে তায়
বিমল আকাশে শোভে তারকানিকর।
ইহাতে উহার ভ্রম উহাতে ইহার॥
পেয়ে দিনকরকর জলে শোভে পদ্মবর
প্রভাতে কামিনীমুখকান্তি করি চুরি।
কুমুদী মুদিল আঁখি বিধুরে না হেরি॥
আরক্ত নয়নকান্তি পদ্মদলে হৈল ভ্রান্তি
বিশদঅধরশোভা বন্ধুজীবে পেয়ে।
কাঁদেরে বিরহি জন ভ্রান্তচিত্ত হয়ে॥
বিকচকমলমুখী ফুল্লনীলপদ্মআঁখি
বিশদকুমুদজাল হাস্যসম তায়।
উন্মদশরদবধূ ধন্য শোভা পায়॥

ঋতুসংহার।

হেমন্ত বর্ণনা।

নূতন পল্লব পুষ্পে শোভে তরুচয়।
পক্ব ধান্যবনে ক্ষেত্র সুশোভিত হয়॥
তুষার ব্যাপিল ধরা হেমন্ত আইল।
গত বল হেরে কান্তে নলিনী লুকাল॥
স্বভাবমাধুর্য্যমাত্রে রাখিয়া ললনা।
অন্য আভরণ সবে করিল বঞ্চনা॥
তুঙ্গ পয়োধরসঙ্গে বঞ্চিত হইয়া।
অভিমানে কাঁদে হার ধূলায় লুটিয়া॥
বিলাসিনী বাহুযুগে স্থান না পাইয়া।
বলয় অঙ্গদ কাঁদে নীরব হইয়া॥
পয়োধরে তনু বস্ত্র নাহি শোভে আর
তাই বুঝি এইকালে অনাদর তার।

সুকৃতজ্ঞ দাসীসম রসনা আছিল।
বিনা অপরাধে তায় রমণী ত্যজিল॥
হেরে বিপরীত কাজ অবাক্ হইয়া।
রসনা মলিন হৈল ভাবিয়া ভাবিয়া॥
মুখর নূপুরযুগ হয়ে পদচ্যুত।
গর্ব্ব খর্ব্ব হৈল বলে ধরে মৌনব্রত॥
বসি বালা বালাতপে ধরিয়া মুকুরে।
বদনকমলে শোভা সম্পাদন করে॥
প্রিয়তমভুক্তসার অধরে জানিয়া।
প্রিয়ের দশনক্ষত দেখয়ে টানিয়া॥
নির্ম্মাল্য কুসুম দামে ভুক্তপরিমলে।
প্রভাতে মস্তক হৈতে টান দিয়া খোলে॥
ঘন নীল শিরোরুহে এলায়ে ললনা।
স্তনভরে নুয়ে করে কুন্তল রচনা॥
পুলকিত হয়ে কেহ অঙ্গরাগ মাখে॥
কান্তপরিভুক্ত দেহ পুনঃ পুনঃ দেখে।
লুলিতঅলকা জালে কুঞ্চিতনয়না।
বারে বারে করযোগে সরায় ললনা॥

পয়োধরে নখদাগ আরক্ত নয়ন।
অধরে দশনচিহ্ন জড়িতবচন॥
আসবসৌরভে পূর্ণ বদনকমল।
লাবণ্যতরঙ্গে তনু করে টল মল॥
হেন অঙ্গে দৃষ্টি করি অধর চাপিয়া।
মুচকি হাসয়ে ঘন বিহার ভাবিয়া॥
সাময়িকশস্যসজ্জে শোভিছে প্রান্তর।
মৃগযূথ খেলা করে তাহার ভিতর॥
নানা পাখী গান করে শুনিতে মধুর।
হেরিয়া বিরহিচিত্ত নিতান্ত বিধুর॥
ফুল্ল নীল পদ্মবনে আচ্ছাদিত নীর।
সারসকাদম্বদলে তায় শোভে তীর॥
শৈবালসমূহে বৃত অবশিষ্ট তল।
মন গলে সরোবরে হেরে স্বচ্ছ জল॥
প্রবোধ দিতেছে মনে বিরহিণী নারী।
নাথের আসার পথ শুষ্কনীর হেরি॥
নিশির শিশির পেয়ে পরিপক্ব হয়।
আর মন্দবায়ু বলে দোলে লতাচয়॥

নব কিসলয় তায় ঈষৎ দুলিছে।
বিলাসিনী নারী যেন ভাব প্রকাশিছে॥
উত্তর হইতে শীত পবন বহিছে।
মনুষ্যের দেহ সার অমনি শুষিছে॥

বহুগুণধারী নারীমনোহারী
শস্যপরিপাকহেতু।
সহিত তুষার অতি মনোহর
পরিগত হিম ঋতু॥

ঋতুসংহার।

শিশির বর্ণনা।

ইক্ষুচয়ে বৃত ক্ষিতি সুশোভিত
যুবক পাইল সুখ।
রবি তাপহীন কমল মলিন
স্থবিরে বাড়িল দুখ॥
শিশির আইল যামিনীবাড়িল
সামোদ কামিনী কুল।
সময় পাইয়ে কাম ব্যগ্র হয়ে
ধনুকে যুড়িল ফুল॥
রুদ্ধ বাতায়ন যতেক ভবন
হুতাশন ভানুকর।
গুরু পরিধেয় আর উত্তরীয়
এইকালে সুখ কর॥

যুবতী মহিলা সহজে সরলা
যদি মিলে এই কালে।
হেন পতি কেবা নাহি দিবে যেবা
ধন্যবাদ নিজ ভালে॥
শরতে নির্ম্মল যেই বিধু ছিল
সর্ব্বজন সুখকর।
তাহার এখন নাহি সম্ভাষণ
ইষ্ট হৈল রবিকর॥
শীতল বাতাসে অতি ভাল বাসে
নিদাঘে সেবিতে সবে।
এখন পাইয়া শিহরি উঠিয়া
অবশ হইয়া রবে॥
তুষার পড়িছে বাতাস বহিছে
বিধুকর জুটে তায়।
নক্ষত্রশালিনী শিশিররজনী
দেখিতে ভীষণপ্রায়॥
অস্তে দিনমণি যাইলে অমনি
ফেলে গৃহকাজ বালা।

সত্বর হইয়া ছলনা করিয়া
প্রবেশয়ে নিজ শালা ॥
বিভাবরী গত অরুণ উদিত
কুক্কুট ডাকয়ে ঘন।
তখন শুনিয়া সত্বর উঠিয়া
গৃহকাজে দেয় মন ॥
রাখাল সকলে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে
প্রান্তরে বসিয়া গায়।
গোকুল নিকরে হম্বারব করে
চারিদিকে চরে তায় ॥
শীতের ভয়েতে কুটীর হইতে
কৃষক উঠিতে নারে।
মহিষনিচয় খায় শস্যচয়
নিবারিতে নাহি পারে ॥
শেষে ক্ষতি ভয়ে ত্বরান্বিত হয়ে
লগুড় লইয়া ধায়।
দেখে শস্যহানি পরমাদ গণি
নতশিরা হয়ে রয় ॥

ঝরে দু নয়ন স্খলিতবচন
বিদরে হৃদয় তার।
শস্যমাত্র ছিল জীবিকা সম্বল
নাহিক উপায় আর॥
পূরিবে উদর কিসে দিবে কর
কিসে জীবে পরিবার।
এই ভয় মনে করুণ বচনে
খেদ করে কত বার॥
কুয়াসা আইল জগত ব্যাপিল
আঁধারে লুকাল সব।
অলক্ষিত শাখী তায় বসি পাখী
ঘন করে কল রব॥
পথ, অভিজ্ঞানে তরু, পাখী গানে
প্রভাত, কুক্কুটরবে।
ভবননিচয় ঘনতমোময়॥
লক্ষিত মনুষ রবে॥
হৈলে পরিচিত তথাপি বঞ্চিত
পথিক অপথে যায়।

গন্তব্য এড়ায়ে বহু দূর গিয়ে
শেষে পরিচয় পায়।
বন্ধুর ভূমীতে যাইতে যাইতে
ধরণী লুটায় কেহ।
বসন ছিঁড়িল পাদুকা পলাল
ধূলায় ধূসর দেহ॥
মন্দবায়ু বলে কিসলয় চলে
স্রোতোরব ভেবে তায়।
নদীতে পড়িবে এই মনে ভেবে
সেদিক্ এড়ায়ে যায়॥
মন্দ রবিকর পশিতে তৎপর
প্রথমে হতাশ ছিল।
ক্রমশঃ প্রবল প্রকাশিল বল
কুয়াসা নিরাশ হল॥
যেন জলরাশি পুনর্ব্বার আসি
ঠেকেছিল বসুধায়।
তাই রবিরূপী হয়ে বহুরূপী
কর দিয়া তুলে তায়॥

স্থবির অঙ্গনে জ্বেলে হুতাশনে
কম্পান্বিত কলেবরে।
পাছুড়ি জড়ায়ে পাদুঠি গুড়ায়ে
শরীর সতাপ করে॥
স্নানের সময় কাল সম হয়
জলতটে বসি সবে।
না পারে ফিরিতে না পারে নামিতে
কি করিবে তাই ভাবে॥
সাহস করিয়া কলসী লইয়া
বলে বালা গিয়া জলে।
শীতের জ্বালায় উঠিয়া পলায়
কলসী ভূমীতে ফেলে॥
সবে থাকে ভাল পেলে এই কাল।
চলিল শিশির ঋতু বিরহীর কাল॥

ঋতুসংহার।

বসন্ত বর্ণনা।

বিকসিত চূত খর শররূপ।
ভৃঙ্গরাজি ধনুকেতে ছিলার স্বরূপ॥
মদন আদেশে বসন্ত আইল।
অখিল ভুবনে জয় করিতে ধাইল॥
তরু ধরে ফুল জল পদ্মবন।
অঙ্গনা সকাম হৈল সুরভি পবন॥
প্রদোষ সুখদ রম্য দিনমান।
সকলি সুন্দর হৈল একালে সমান॥
মণির স্বচ্ছতা সরসী আহরে।
শশীর সুচারু কান্তি অবলারা হরে॥
কুসুমিত চূত আমোদ সঙ্কুল।
বসন্তে সবার করে হৃদয় ব্যাকুল॥

কামিনী পরিল স্তনতটে হার।
চন্দনে চর্চ্চিত করি মরি কি বাহার ॥
বাহু পরে বালা আর বাজু খানি।
কবিত্ব থাকিলে তুষ্ট হৈতাম বাখানি ॥
কুসুম্ভবরণ জিনি বাসে রাগ।
বসনে বাঁধিছে ধনী পর অনুরাগ ॥
নিতম্ব উপরে মুখর রসনা।
বর্ণিতে সে মঞ্জুরব নাপারে রসনা ॥
কামিনী কাঁচুলি কুচোপরি পরে।
সবাকার নেত্রপাত তাহার উপরে ॥
কর্ণে কর্ণিকার অলকে অশোক।
হেরিয়া বিরহিকান্তা স্মরি করে শোক ॥
নূতন মল্লিকা শোভিত মাতায়।
অখিল যুবক চিত্ত বিকারে মাতায় ॥
জৃম্ভণ সহিত বদন সরোজ।
মনোহর অঙ্গ পাণ্ডু করয়ে মনোজ ॥
কোকিল মাতিল খেয়ে চূতরস।
প্রিয়ামুখ চুম্বে ঘন অন্তরে সরস ॥

মন্দ বায়ুচলে কমলিনী দোলে
অভিমান ভরে যেন কাঁপিছে কামিনী।
মধুর গুঞ্জনে রত ভৃঙ্গ গণে
চাটুভাষী কান্ত হেন সাধিছে অমনি॥
তামার বরণ কিসলয় গণ
বিরাজে কুসুম ভারে নত সহকার।
অলিকুল তায় মধুলোভে ধায়
কিবা মনোলোভা শোভা তাহে হয় তার॥
অশোকে আমূল ধরিল মুকুল
মন্দ মলয় পবনে দোলে তার দল।
হেরিয়া তাহারে মরমেতে মরে
বিচ্ছেদ সংকুলচিত কামিনী সকল॥
বল্লরী বনিতা নূতন পুষ্পিতা
মন্দ মন্দ দোলে তার নূতন প্রবাল।
নিবারণ করে যেন নাড়ি করে
ধৃষ্ট মধুকর নাহি মানিল অকাল॥
অতি মনোলোভা কান্তানন শোভা
এখন হরণ করে কুরবক ফুল।

এরূপ হেরিয়া যুবক মাতিয়া
ছিঁড়িতে ধাইল তায় হইয়া ব্যাকুল ॥
দীপ্ত হুতাশন সমান বরণ
কিংশুক নিকরে চিত হইল ধরণী।
তাহে ঘন ঘন চালয়ে পবন
রক্তবাসে যেন শোভে যুবতী রমণী ॥
কিংশুক নিকরে দহিতে কি নারে
কর্ণিকার অনিপুণ হরিতে কি চিতে।
আবার কোকিল তাই মঞ্জুস্বরে
উদ্যত হয়েছে দগ্ধ হৃদয় দহিতে ॥
এমন সূনৃত তাহার কূজিত
লজ্জান্বিত সবিনয় কুলবধূমন।
শুনিলে অমনি গলিত তখনি
গুরুজনে নাহি পারে করিতে গোপন ॥
ছড়ায়ে পিকের কলরব দেশে।
অবলা মানসে কাঁপিয়ে আবেশে ॥
কাঁপাইয়া সহকার আদি তরুকুলে।
বসন্তে নিতান্ত সুখসমীরণ চলে ॥

জিনি মৃদু হাসে কুন্দক বিকাসে
উদ্যোতিত উপবন তাহার প্রভায়।
মুনির মানসে কত ভাব আসে
যুবক বিকৃত হলে কি বলিব তায়॥
যেমন কোকিলা আর মধুকরী
কূজিত গুঞ্জিতে হরে সবাকার মন।
তেমনি রমণী বসন্তে সুন্দরী
মাতায় মানসে পরি বসন ভূষণ॥
নানা জাতি ফুল ধরি নানা তরু।
ভূধর নিতম্বে শোভিছে সুচারু॥
মঞ্জু পরভৃত রবে হয়ে সমাকুল।
কেবা ধরে হেন চিত হেরে অনাকুল॥
উচ্চ মণিশিলা বিরাজে শিখরে
রবির কিরণ পড়ে তাহার উপর।
তাহে দীপ্যমান যেন হাস্য করে
হিমভার হৈতে মুক্ত হয়ে ধরাধর॥
বসন্তের শোভা হেরিয়া পথিক
নেত্র নিমীলন করে আর কাঁদে কত।

পরভৃত রবে কাতর অধিক
প্রখর অতনুশরে দহে অবিরত ॥
কোকিলের গানে মধুর তারণী
কুন্দ কুসুমের কান্তি দন্তের প্রভায়।
নব তরু দলে করতল ভাতি
উপহাসে মধুকাল রমণী শোভায় ॥
নানাবিধ ফুলে করি অধিবাস
বহয়ে মলয়ানিল জুড়ায় জীবন।
ঈষদুষ্ণ রবি যায় নিজ বাস
নানা পাখি রবে মিশে কোকিল বচন ॥
মৃদুরব করি দোলে তরুচয়
মন্দ মন্দ উঠে রেণু পথের উপর।
সকল হৃদয় উল্লাসিত হয়
বসন্তে দিবার শেষ কিবা মনোহর ॥
পরেতে প্রদোষ উপস্থিত আসি
মনোহর বিধুকান্তি ভূতলে ছড়ায়।
তথাপি মধুপ মধুর প্রয়াসী
পুষ্প হৈতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়ায় ॥

ইষ্ট চ্ছায়াতরুবর রম্য নিশাকর কর

সুরভি হইল সমীরণ।

ফুটিল বকুল ফুল অলিকুলসমাকুল

নানা পুষ্পে সুশোভিত বন॥

লতা কুঞ্জে বসি পাখী সুমধুর স্বরে

গান করে শুনে তায় হৃদয় গলিছে।

বসন্ত করিল যাত্রা এই বার্ত্তা ধরে

করুণ বচনে যেন শোক প্রকাশিছে॥

সমাপ্ত।